আজ সিউড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

সিউড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি

আজ সিউড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক সভা। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'জেলায় প্রশাসনিক সভার স্থান মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঠিক করেন। এবার তিনি সিউড়িতে প্রশাসনিক সভা করতে চেয়েছেন। রবিবার সিউড়ির চাঁদমারি ময়দানে সভা হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই সরকারি সভাকে ঘিরে সিউড়িতে সাজসাজ রব। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি–সহ বড় বড় তোরণ, হোর্ডিং, ফেস্টুনে সেজে উঠেছে জেলা সদর। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির নেতা বিকাশ রায়চৌধুরি জানান, সিউড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় অন্তত ১ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই সভা থেকে জেলার বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন ও শিল্যানাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়া রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রদানও করবেন। দেউচা–পাঁচামি কয়লাখনি প্রকল্পের জমিদাতাদের পরিবারের মনোনীত সদস্যের সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবেন।

সোনামুখীতে হাতির তাণ্ডব ভাঙল ঘর, ফসলের ক্ষতি

আলোক সেন

বাঁকুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি

সোনামুখী রেঞ্জের রাধানগর বিটের পাথরমোড়া গ্রামে শুক্রবার গভীর রাতে আচমকা হামলা চালায় চারটি জংলি হাতি। এদের মধ্যে একটি ছিল দাঁতাল। তখন গ্রামবাসীরা ছিল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হাতিগুলি খাবারের লোভে একের পর এক বাড়ি ভাঙতে শুরু করে। হাতির চিৎকার এবং বাড়ি ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামবাসীদের। মোট চারটি বাড়ির আংশিক ক্ষতি হয়। অধিকাংশ ঘরগুলি ছিল ইটের দেওয়াল এবং টিনের ছাদন। গ্রামবাসীরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ায়, তাঁরা কেউ আহত হননি। গ্রামে ঢোকার আগে হাতিগুলি হানা দেয় ওই গ্রামের আলুখেতে। হাতিগুলি ছোট ছোট কিছু আলু গাছ উপড়ে খায়, পায়ে মাড়িয়ে আলু খেতের ক্ষতি করে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা সেখানে গেলে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সোনামুখীর রেঞ্জ অফিসার অমিতেশ শতপথি জানান, গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে হাতি চারটি পাশের নারায়ণপুরের জঙ্গলে ঢুকে যায়। তিনি আরও জানান, সোনামুখী রেঞ্জে এদিন মোট ১১টি হাতি রয়েছে।

কেশবপুর গ্রামে গিয়ে কথা বলছেন জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি। ছবি: প্রতিবেদক

মুখ্যমন্ত্রী ১০০ দিনের টাকা দেবেন

আদিবাসী-অধ্যুষিত গ্রামে গিয়ে আশ্বাস দিলেন জেলাশাসক

বুদ্ধদেব দাস

কেশবপুর , ১৭ ফেব্রুয়ারি

একশো দিনের কাজ করেছেন ২০২১ সালে। বকেয়া ৩৩৪৫ টাকা এখনও পর্যন্ত পাননি চিন্তামণি হাঁসদা। টুলি সরেন ১৪ দিনের কাজের টাকা পাননি। একই ভাবে আদিবাসী–অধ্যুষিত মেদিনীপুর সদর ব্লকের কেশবপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ করেও দীর্ঘদিন ধরে টাকা পাননি। একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা মেটাবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় হাসি ফুটেছে কেশবপুর, হরিশপুরের গরিব মানুষের মুখে।

শনিবার দুপুরে বকেয়া টাকা প্রাপকের তালিকা ধরে তাঁদের বাড়ি যান পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি। সঙ্গে ছিলেন পাঁচখুরি–২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রবিউল সর্দার, মহকুমা শাসক, জেলাশাসক। গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চান, তাঁরা কতদিন কাজ করেছেন, কতদিনের বকেয়া টাকা তাঁরা পাবেন? তাঁদের আধার কার্ড, জব কার্ডও দেখতে চান। তাঁরা সব জানান। জেলাশাসক নোট করে নেন। এরপর তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আপনাদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ১ মার্চ থেকেই উপভোক্তাদের নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে শুরু করবে।' এই কথা শুনে জেলাশাসক ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান চিন্তামণি, টুলি, বাসন্তীরা।

পঞ্চায়েত প্রধান রবিউল সর্দার জানান, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫১৯ জন জবকার্ডধারীর টাকা ২০২১–২২ অর্থবর্ষ থেকে বকেয়া হয়ে আছে। এর পরিমাণ ১২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে জব্দ করতে, গরিব মানুষের টাকা অন্যায় ভাবে আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রান্তিক মানুষের কথা ভেবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেই বকেয়া টাকা মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ। জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি জানান, যেসব উপভোক্তাদের একশো দিনের কাজের টাকা বাকি আছে তাঁদের সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা সেসব খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। ১ মার্চ থেকে তাঁরা টাকা পাবেন।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

শনিবার সকালে মেদিনীপুর স্টেশনের ২ নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো আপ খড়্গপুর–আসানসোল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে স্ত্রীকে বসিয়ে নামার সময় অসাবধানতাবশত ট্রেনের তলায় পড়ে যান। তখনই ট্রেন চলা শুরু করে দেওয়ায় মারা যান রথীন্দ্রনাথ রায় (৬২)। তিনি খড়্গপুর গ্রামীণের তৃণমূল বিধায়ক দীনেন রায়ের ভাই। চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে যান তাঁর স্ত্রী সিন্ধা রায়। অন্য যাত্রীরা তাঁকে সামলে নেন। পরে চেন টেনে ট্রেন থামানো হয়।

অস্ত্র হাতে পড়ুয়াদের ভয়, গ্রেপ্তার শিক্ষক

প্রভাত সরকার

ফারাক্কা, ১৭ ফেব্রুয়ারি

সামশেরগঞ্জ

প্রধান শিক্ষক রঘুপতি সর্দার। ছবি: প্রতিবেদক

ক্লাসরুমে গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভয়ভীতি দেখানো ও বিভিন্নভাবে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ৪৬ নং শেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শনিবার দুপুরে স্কুলপ্রাঙ্গণে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রঘুপতি সর্দারের বিরুদ্ধে দফায় দফায় স্লোগান ও বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে পুলিশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাই। অভিভাবকদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই স্কুলে এসে অস্বাভাবিক আচরণ করছেন সামশেরগঞ্জের ৪৬ নং শেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঘুপতি সর্দার। মদ্যপান করেন বলেও অভিযোগ। এই বিষয়টি নিয়ে এর আগেও একধিক বার বিক্ষোভ হয় স্কুল প্রাঙ্গণে।

শনিবার স্কুল এসে হঠাৎ করে চাকু–সহ বিভিন্ন অস্ত্র দেখে ছাত্রছাত্রীদের ভীতি প্রদর্শন শুরু করেন প্রধান শিক্ষক। তাতেই কার্যত আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন ছাত্রছাত্রীরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্কুলে জমায়েত হতে শুরু করেন আশপাশের অভিভাবকেরা। তারপরেই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। ভয়ে দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে লুকিয়ে পড়েন প্রধান শিক্ষক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। তারপরেই ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। অবিলম্বে ওই শিক্ষককে বরখাস্ত করার দাবিতে এবং বদলি করার দাবিতে সরব হয়েছেন অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা।

সামশেরগঞ্জ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক হোসনেয়ারা খাতুন জানান, বেশ কিছুদিন আগেই প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন রকম অসংলগ্ন আচরণের বিষয়টি সহকারী শিক্ষকেরা আমাকে জানিয়েছিলেন। তারপর আমি গত ১২ তারিখ ভিজিট করে ওই প্রধান শিক্ষককে সতর্কবাণী করেছিলাম এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি ওই প্রধান শিক্ষককে লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়। হঠাৎ তিনি কেন এমন করলেন তা স্পষ্ট নয়। মানসিক ভারসাম্যহীন কিনা তাও স্পষ্ট নয়।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে নিগ্রহ

নিগ্রহের শিকার মুদ্দাস্‌সির শেখ নামে এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। নাদনঘাট থানার ডাঙাপাড়া এলাকার বাসিন্দা মুদ্দাস্‌সিরকে এলাকারই কয়েকজন যুবক মারধর করে। জখম মুদ্দাস্‌সিরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কালনা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আক্রান্তের বাবা আজিমুদ্দিন শেখ বলেন, 'মাসখানেক আগে ছেলের এক বান্ধবীকে কটূক্তি করা নিয়ে অশান্তির সূত্রপাত। তার ভিত্তিতেই মারধর করেছে বলে মনে হচ্ছে। পুলিশকে ঘটনার কথা জানিয়েছি। জানি না, ছেলেটা পরীক্ষায় বসতে পারবে কিনা!' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জোড়া ট্রেন কাটোয়া শাখায়

বাড়তি এক জোড়া ট্রেন পেল কাটোয়া–আমোদপুর শাখা। রবিবার থেকে এই ট্রেনটি চলবে। সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে ট্রেনটি ছেড়ে সাড়ে ১২টায় আমোদপুর পৌঁছবে। আমোদপুর থেকে ১২টা ৫০ মিনিটে ছেড়ে দুপুর ২টো ২০ মিনিটে কাটোয়া পৌঁছবে। বাড়তি ট্রেন মেলার খবরে খুশি এই রেলপথ লাগোয়া এলাকার মানুষজন। তবে এলাকার মানুষজনের দাবি, রোজ সকালে রামপুরহাট থেকে কাটোয়া হয়ে হাওড়া পর্যন্ত আর সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে একই পথে একটি ফেরার ট্রেন চালু করুক রেল।

কেন্দ্রের বঞ্চনা ক্যাম্প করে প্রচার করবে তৃণমূল

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কাটোয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি

কথা থাকলেও টাকা দেয়নি কেন্দ্র। ১০০ দিনের কর্মসংস্থান ও আবাস যোজনা প্রকল্পে। বঞ্চিত হতদরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে দুই প্রকল্পের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন আর কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পূর্ব বর্ধমান জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত কার্যালয়ের পাশে ক্যাম্প করবে তৃণমূল। দলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি জানান, রবিবার থেকে টানা ৭ দিনের ক্যাম্পে দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি ওই দুই প্রকল্পের উপভোক্তারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হবেন।

প্রতিটি ক্যাম্পে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকার ১০০ দিনের শ্রমিকরা একটি ফর্ম পূরণ করবেন। তাতে নাম–ঠিকানা সহ প্রকল্পের কাজের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পূরণ করবেন। এমনিতে প্রশাসনিক স্তরে বঞ্চিত শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। পাশাপাশি তৃণমূলের দলীয় স্তরে এই কাজটি করার লক্ষ্য সম্পর্কে তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, বকেয়া মজুরি পাওয়া থেকে যেন একজনও বাদ না পড়েন।

সেই সঙ্গে ক্যাম্পগুলি থেকে মমতার এবারের বাজেটে রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান কতখানি উপকৃত হয়েছে তার তথ্য–পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হবে বলে জানালেন জেলা তৃণমূলের সম্পাদক দিগন্ত পাল। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আলু চাষের জন্য কৃষকদের শস্যবিমা বহন করবে রাজ্য সরকার। বিমার কিস্তি মেটানোর জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছে রাজ্য। এতে গোটা রাজ্যের ২০ লক্ষ আলুচাষি উপকৃত হবেন। এতদিন আলু ও আখ বাদে সব ধরনের শস্যবিমা বহন করত রাজ্য সরকার। পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে আলুচাষ হয়। খরচ বিঘাপ্রতি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। কিন্তু প্রতি বছর রোগ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আলুচাষের দফারফা হয়। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই মমতা ব্যানার্জি আলুচাষিদের পাশে দাঁড়ালেন বলে মন্তব্য তৃণমূল নেতৃত্বের। পূর্ব বর্ধমানে শতকপিছু ২২ টাকা ৩৫ পয়সা বিমা ধার্য হয়েছে।

শুধু আলুচাষিদের পাশে দাঁড়ানোই নয়, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য পঞ্চায়েত স্তরে দু'হাজার ফার্ম মেশিনারি হাব ও কাস্টম হায়ারিং সেন্টার গঠন করার কথা ঘোষিত হয়েছে বাজেটে। বরাদ্দের পরিমাণ ৪৫০ কোটি টাকা। এছাড়া বীজ ও ঋণ পেতে সহায়তা এবং কৃষিপণ্য বিপণনের জন্য আগামী তিন বছরে ১২০০ এফপিও বা ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন তৈরির প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। এর জন্য ২০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

সমবায় নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারল না বিরোধীরা, জয়ী তৃণমূল

তুফান মণ্ডল

পুরশুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি

সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়জয়কার তৃণমূলের। ৪৪টি আসনের মধ্যে একটিতেও প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি–সহ কোন বিরোধী দল। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। ঘটনাটি ঘটেছে পুরশুড়ার চিলাডাঙ্গি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। জানা গেছে, এই সমিতির নির্বাচন ছিল আগামী ১৭ মার্চ। তার জন্য শনিবার ছিল এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু এদিন পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া ৪৪টি আসনে অন্য কোন দল বা তাদের সমর্থিত কেউ কোনও প্রার্থী দিতে পারেনি। এর ফলে সবকটি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তৃণমূল। আর এরপরই তৃণমূলের পক্ষ থেকে এলাকায় বিজয় উৎসব পালন করা হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থীরা ছাড়াও কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সবুজ আবিরে মেতে ওঠেন পুরশুড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি যশবন্ত ঘোষ, পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি খোকন মল্লিক–সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

পুরশুড়া

গত বিধানসভা নির্বাচনে এই পুরশুড়া বিধানসভা আসনটিতে জয়লাভ করেছিল বিজেপি। শুধু তাই নয় এই আসনে জয়ী বিধায়ক বিমান ঘোষ বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পদে রয়েছেন। তারপরেও তারা এই সমবায় নির্বাচনে একটিতেও প্রার্থী দিতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল ব্লক সভাপতি যশবন্ত ঘোষ বলেন, 'সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে অসংখ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাই মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যার ফলে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কোন প্রার্থী খুঁজে পায়নি বিজেপি। আগামী লোকসভা নির্বাচনেও এই এলাকায় বিজেপির যে ভরাডুবি ঘটবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্যদিকে বিজেপির পুরশুড়া বিধানসভা কনভেনার পার্থ কুমার ঘোষ বলেন, 'সমস্ত বিরোধী দলকে অন্ধকারে রেখে এই সমবায় নির্বাচন করা হয়েছে। কবে কখন কিভাবে নির্বাচন হল বিরোধীরা তা জানতেই পারেনি। কারণ ওরা বোঝে মানুষ জানতে পারলে তৃণমূল একটা আসনও পাবে না। তাই ওরা গোপনে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া করেছে।'

লরির ধাক্কায় মৃত বাবা ও ছেলে

বিজয়প্রকাশ দাস

বর্ধমান, ১৭ ফেব্রুয়ারি

নিজের জমির সবজি নিয়ে মোটরবাইকে চেপে হাটে যাওয়ার পথে বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। মৃতদের নাম মিলন ভক্ত (৫৬) ও পিন্টু ভক্ত (২৭)। তাঁদের বাড়ি গুসকরার আলুটিয়ায়। দুজনেই সবজি বিক্রেতা। শনিবার ভাতারের গুসকরা–বলগোনা রাস্তার রামচন্দ্রপুর মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিকে, ভাতার থানার পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে। তবে চালক পালিয়ে যায়।

এদিন সকালে গুসকরার আলুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা মিলন ভক্ত ও পিন্টু ভক্ত একটি মোটরবাইকে চেপে ভাতার থানার মাহাতা গ্রামের হাটে সবজি বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন। গুসকরা–বলগোনা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ভাতারের রামচন্দ্রপুরের কাছে একটি লরির সঙ্গে তাঁদের মোটরবাইকের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হওয়ায় ঘটনাস্থলেই মারাত্মক ভাবে জখম হন তাঁরা। স্থানীয় মানুষ দু'জনকেই উদ্ধার করে ভাতার হাসপাতালে নিয়ে গেলে, মিলনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। পিন্টুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে স্থানান্তরিত করার সময় তাঁর মৃত্যু হয়।

পিকআপ ভ্যানে পিষ্ট পুলিশকর্মী

আজকালের প্রতিবেদন

বহরমপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটি করতে যাওয়ার সময় পিকআপের ভ্যানের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক পুলিশকর্মীর। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও এক পুলিশকর্মী। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর থানার ঈশাননগরে। মৃত পুলিশকর্মীর নাম সৌভিক সাউ (২৬)। আহত পুলিশকর্মী তপন দাস বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি। থানার গোপীনাথপুর পুলিশ ক্যাম্পে থাকতেন সৌভিক, তপনরা। এদিন সকালে একটি বাইকে দু'জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটি করতে যাচ্ছিলেন। পথে বাইক থামিয়ে প্রাকৃতিক কাজ সারতে রাস্তার পাশে দাঁড়ানোর সময় একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'জনকে পিষে দেয়। তড়িঘড়ি আহত দুই কনেস্টবলকে ইসলামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, সৌভিক ততক্ষণে মারা গেছেন। আর তপনের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় বহরমপুরে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। মৃত কনেস্টবল সৌভিকের বাড়ি হুগলির খানাকুলে। আহত তপনের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরে। মৃত ও আহত পুলিশকর্মীদের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।

ফরম নং এনসিএলটি ৩এ
পিটিশন বিশদ বিজ্ঞাপন
ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি পিটিশন (সিএএ) নং: ৬/কেবি/২০২৪
যার সঙ্গে সম্পর্কিত
কোম্পানি আবেদন (সিএএ) নং: ১৯৩/কেবি/২০২৩
আরতিডি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড
আরতিডি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড
পিটিশনের নোটিস
স্বাঃ– এন গুরুমূর্তি, পার্টনার, মারোতি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
তারিখ: ১৬.০২.২০২৪
স্থান: কলকাতা

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন ১৫(১)(এ)/১৬(৩) দ্রষ্টব্য]
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, কলকাতা (ডিআরটি–১)
কেস নং ওএ/৪৬১/২০২২
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেঃ আর্টিজ্যান ইনক
সমন
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল ১, কলকাতা

কেনরা ব্যাঙ্ক Canara Bank
স্বত্ব দলিল হারানো
তারিখ: ১৭.০২.২০২৪
ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ, কানাড়া ব্যাঙ্ক, টালিগঞ্জ ব্রাঞ্চ

কেনরা ব্যাঙ্ক Canara Bank
স্বত্ব দলিল হারানো
তারিখ: ১৭.০২.২০২৪
ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ, কানাড়া ব্যাঙ্ক, মানিকতলা ব্রাঞ্চ

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা Bank of Baroda
পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর, রঘুনাথপুর, দিঘা শেহারাবাজার এবং বর্ধমানে নতুন ব্রাঞ্চের জন্য প্রেমিসেস আবশ্যক
স্থান: বর্ধমান
তারিখ: ১৮.০২.২০২৪
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, বর্ধমান রিজিয়ন

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER
Kolkata Regional Office
অবনি সিগনেচার, ৯১এ/১ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পিনঃ ৭০০০১৬
প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি, স্বর্ণ নিলাম
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বন্ধকী সামগ্রীগুলি ছাড়াতে ব্যর্থ হওয়ায়/লোন অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৮ ফেব্রুয়ারি, থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি অথবা অন্য কোনও দিনে ব্রাঞ্চে নিম্নে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির স্বর্ণালঙ্কারগুলি ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিঃ দ্বারা ব্যক্তিগত বিক্রয় করা হবে। পুনরায় তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ব্রাঞ্চের নাম	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর
কলকাতা/ভবানীপুর	১৩০৪৬৮০০০০৮২৫০
কলকাতা/ভবানীপুর	১৩০৪৬৮০০০০৬৭৩৪
কলকাতা/ভবানীপুর	১৩০৪৬৮০০০০৮৪১৭
কলকাতা/ভবানীপুর	১৩০৪৬৮০০০০৮৭৫৫
কলকাতা/ভবানীপুর	১৩০৪৬৮০০০০৮৫২৪
কলকাতা/বড়বাজার	১১৫৭৬৪০০০০২১৫৬
কলকাতা/বড়বাজার	১১৫৭৬৪০০০০২২৫৫
কলকাতা/বড়বাজার	১১০৩৬৮০০০০২২৪৯
কলকাতা/বড়বাজার	১১৫৭৬৪০০০০১৬৮৭
রাজারহাট/ভাতেন্ডা	২৩০৪৬৪০০০১৬২৭১
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১০০৭০
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১৩৭৪৪
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১৫৭৮০
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১১৪৬৬
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১১৮৭০
কলকাতা/ভিআইপি রোড	১৯৮৫৬৮০০০১২৪৩১
গড়িয়া	১৬০৭৬৮০০০০০৮৩০
গড়িয়া	১৬০৭৬৮০০০০০৬৮১
গড়িয়া	১৬০৭৬৪০০০০১০২২
গড়িয়া	১৬০৭৬৮০০০০০৪৮৩
কলকাতা/পার্ক সার্কাস	১৫১৪৬৪০০০০২৯৬৪
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৫৩৮
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৫৫৩
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৭৮৫
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৫৯৫
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৮০০০০৪৯৫০
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৮০০০০৫৩৭৯
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৮০০০০৫৪৭৮
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৮০০০০৫৪৫২
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৭৭৭
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১১৭৩৬
কলকাতা/বেহালা	১৩১৪৬৪০০০১২৯৫৭
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৫২২
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৭০৪
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৬৭০
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৪৬৪
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৪৭২
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১২৬১৫
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৭৮৭
কলকাতা/রবীন্দ্র সরণি	১৬২৩৬৪০০০১৩৭৭৯

স্বাঃ
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
তারিখ: ১৮.০২.২০২৪
ফেডারাল ব্যাঙ্ক লিঃ–এর পক্ষে